দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 4 SEP 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার বিষয়ক কমিটির প্রতিবেদন পেশ

নতুন নামকরণের প্রস্তাব

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটিং বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এর অধিভুক্ত কলেজসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করার সুপারিশ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার বিষয়ক কমিটি। গতকাল বৃহস্পতিবার এ কমিটি তাদের প্রণীত প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে পেশ করেন। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কমিটির আহ্বায়ক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল হাকিম, যুগ্মসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) গোলাম রব্বানী, ইউজিসি'র সচিব মোঃ কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সুপারিশ গ্রহণের পর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে।

কমিটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬টি বিভাগে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করে কেন্দ্রসমূহের অধীনে কলেজসমূহকে ন্যস্ত করার সুপারিশ করে। প্রস্তাবিত প্রত্যেকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিকটবর্তী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে একাডেমিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা গ্রহণ করবে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুরস্থ মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বুনিয়াদি কোর্স পরিচালনা অব্যাহত রাখা হবে। তবে এখানে স্নাতক (পাস বা সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (এম.ফিল, পিএইচ.ডি) পর্যায়ের কোন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ঠিক হবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে হবে। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ আইনানুগ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

এছাড়াও কমিটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ন্যাশনাল' এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি' নামকরণ করার জন্য কমিটি প্রস্তাব করেছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ইনস্টিটিউটসমূহ গাজীপুরস্থ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় থাকবে। দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এবং মর্যাদাপূর্ণ সরকারি কলেজগুলোকে ভবিষ্যতে নির্ধারিত মাপকাঠির ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যেতে পারে বলে কমিটি মত দিয়েছে।

কমিটি কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ও ড. শামসুল হক কমিটির সুপারিশের সাথে সঙ্গতি রেখে ৫টি আনুষ্ঠানিক সভা, বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ ও মতামত পর্যালোচনা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সাথে মতবিনিময় করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। উল্লেখ্য, ১২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির ৩১ আগস্টের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার কথা ছিল।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে রয়েছে প্রায় ১ হাজার ৮৭ কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে প্রধান করে ১২ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিও গঠন করা হয়। গত ৮ এপ্রিল ছিল কমিটির প্রথম বৈঠক। বৈঠকে কলেজগুলো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে এর প্রতিবাদ আসতে থাকে। পরে কমিটি তাদের এ অবস্থান থেকে সরে ছয় বিভাগে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করে।